সংবাদ

তারিখ ...20 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...৫...

ইবিতে ভর্তি জালিয়াতির অভিযোগ ৩ জনের কারাদণ্ড

প্রতিনিধি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার শেষ দিনে প্রক্সি পরীক্ষা দেয়ার ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে এক বছর ও তাকে সহযোগিতার করার অপরাধে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রসহ অপর দুজনকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়না চত্বরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উত্তম কুমার রায় এ রায় ঘোষণা করেন বলে জানা গেছে। প্রক্টর অফিস ও ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, বুধবার বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'এফ' ইউনিটের পরীক্ষা চলাকালে অনুষদ ভবনের ৩৩২নং কক্ষ থেকে আবুল হোসেন নামে এক ছাত্রকে আটক করা হয়। ৩৩২ নং কক্ষে কর্তব্যরত শিক্ষকরা জানান, ওই ছাত্রটি অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিল। প্রবেশ পত্রের ছবির সাথে তার ছবির কোন মিল পাওয়া না গেলে বিষয়টি ধরা পড়ে। পরে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে সোপর্দ করা হয়। আটক পরীক্ষার্থী আবুল হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে দেয়া আবুল হোসেনের ভাষ্যমতে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র রিপন আলী তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে পরীক্ষা দেয়ার জন্য রাজি করায়। সে সালাহউদ্দিন আকাশ নামের এক ছেলের হয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিল। পরে আবুল হোসেনের দেয়া তথ্য অনুসারে জালিয়াতি চক্রের হোতা রিপন আলী ও শ্যামল হোসেনকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে সোপর্দ করা হয়। দীর্ঘ শুনানি শেষে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উত্তম কুমার রায় এ রায় ঘোষণা করেন। প্রক্সি পরীক্ষা দেয়ার অপরাধে আবুল হোসেনকে পাবলিক পরীক্ষা অপরাধ আইন-১৯৮০ এর ৩ ধারা অনুযায়ী এক বছরের বিনাশ্রম ও তাকে সহযোগিতা করার অপরাধে রিপন আলী ও শ্যামল হোসেনকে একই আইনের অধীন ৭ ও ১৩ ধারা অনুযায়ী ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। রায় ঘোষণা শেষে অপরাধীদের গ্রেফতার দেখিয়ে ঝিনাইদহ কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আবুল হোসেনের পিতার নাম সিরাজুল হক। তার বাড়ি চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানার হাজীপুর গ্রামে। কারাদণ্ডপ্রাপ্ত রিপন আলী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র। তার পিতার নাম দিয়াজ মণ্ডল। তার কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায়। কারাদণ্ডপ্রাপ্ত শ্যামল হোসেনের বাড়ি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায়। সে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম বর্ষের ছাত্র। প্রক্টর প্রফেসর ড. মাহবুবর রহমান বলেন, 'রায় ঘোষনা শেষে আটক ছাত্রদের ঝিনাইদহ কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী জালিয়াতির সাথে জড়িত অন্যদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।'